পাঠ ৪ পবিত্র আত্মা আপনাকে পরিচালনা দেন

এই পাঠে আপনি পড়বেন

- আপনাকে পরিচালনা দেবার একজন বন্ধু আছেন
- তিনি বাক্যের মাধ্যমে পরিচালনা দেন
- তিনি মণ্ডলীর মাধ্যমে পরিচালনা দেন
- তিনি আত্মিক দানের মধ্য দিয়ে পরিচালনা দেন
- তিনি দর্শন ও স্বপ্নের মধ্য দিয়ে পরিচালনা দেন
- তিনি বিভিন্ন ঘটনাবলী ও অনুভূতির মধ্য দিয়ে পরিচালনা দেন

আপনার চিন্তার জন্য

পৌল গালাতীয় মণ্ডলীকে লিখেছিলেন, "তোমরা যদি আত্মায় পূর্ণ হয়ে থাক, তাহলে আত্মায় চল। করিন্থীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা আত্মায় পূর্ণ হয়েছিলেন কিন্তু আত্মায় চলতে তারা ব্যর্থ হয়েছিলেন। এ কারণে পৌল দুঃখের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন, "তোমরা এখনও জাগতিক.........মনুষ্যের মত চলছ। একজন ঈশ্বরের নিকট থেকে কতটা আত্মিক দান পেয়েছে এতে কিছু এসে যায় না। তিনি যতক্ষণ না আত্মাতে চলেন, কোন

কিছুই সম্পাদিত হতে পারে না। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, পবিত্র আত্মা সকল বিশ্বাসীকে সত্যে নিয়ে যাবার জন্য পরিচালিত করেন কিন্তু একজন বিশ্বাসীর জীবনে তিনি কি ভাবে কাজ করবেন যদি তিনি এই সত্যের বাক্য পাঠ না করেন?

পবিত্র আত্মা আমাদের সাক্ষ্য দিতে শক্তি যুগিয়ে থাকেন (প্রেরিত ১ঃ ৮) কিন্তু কোন লোক যদি তার জীবনে এই সাক্ষ্যকে অবহেলা করেন, তাহলে তিনি কি ভাবে তাকে শক্তি যুগিয়ে দেবেন? পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীর প্রার্থনার জীবনে সাহায্য দিতে চান কিন্তু তিনি যদি প্রার্থনাকে অবহেলা করেন বা পবিত্র আত্মার সাহায্যকে অস্বীকার করেন, তাহলে তিনি কি ভাবে তার কাজ সম্পাদন করতে পারেন।

মানুষ তার জীবন উৎসর্গ করণের সময় ঈশ্বরের আত্মিক দান পেয়ে থাকে, কিন্তু আত্মার ফল উৎপন্ন হতে পারে তখনই যখন কোন লোক তার দৈনন্দিন জীবনকে পবিত্র আত্মার অধীনে সঠিক ভাবে পরিচালিত করে বা "আত্মাতে চলে।"

আপনাকে পরিচালনা দেবার একজন বন্ধু আছেন

আপনি কতবার আপনার বন্ধুকে বলেছেন "আমার কি করা উচিত এ বিষয়ে তোমার কি পরামর্শ ?" এমন কি অনেক লোক ভাগ্য গণনায় ও ভবিষ্যত বলায় বিশ্বাসী। কিন্তু আপনার একজন বন্ধু আছেন যিনি তাদের থেকে অনেক ভাল। আপনার বন্ধু আপনার ভবিষ্যত জানেন এবং আপনার জন্য সব চাইতে ভাল কি তাও জানেন। তিনি আপনাকে ভালবাসেন ও সকল সিদ্ধান্তে পরিচালনা দিতে চান। তিনি পবিত্র আত্মা, আপনার সাহায্যকারী বন্ধু।

গালাতীয় ৫ঃ১৬, ২৫ তোমরা আত্মার বশে চল। আত্মা আমাদের জীবন দিয়েছেন। তিনি অবশ্য আমাদের জীবনও নিয়ন্ত্রণ করবেন।

আপনার করণীয়

১। গালাতীয় ৫ঃ১৬, ২৫ পদ মুখস্থ করুন।

তিনি বাক্যের মাধ্যমে পরিচালনা দেন

বাইবেল হচ্ছে পথের মানচিত্র যা পবিত্র আত্মা আপনাকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য ব্যবহার করেন। দিনের পর দিন বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে তিনি ঈশ্বরের বাক্যকে ব্যবহার করে থাকেন। তাই প্রতিদিন বাইবেল পাঠ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আপনি যে বাক্য পাঠ করেন পবিত্র আত্মা অনেক সময় নির্দিষ্ট পদের মধ্য দিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলে থাকেন। অনেক খ্রীষ্টিয়ান তার আত্ম সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছেন "আমার একটি সমস্যা ছিল, কি করতে হবে জানতাম না, যখন বাইবেল পাঠ করছিলাম, একটি পদ আমার নিকট প্রকাশিত হলো যা আমার প্রয়োজন ছিল এবং আমার সমস্যার সমাধান হলো।"

বাইবেলের যে পদ আপনি মুখস্থ করেন তার মাধ্যমে পবিত্র আত্মা সহজেই আপনাকে পরিচালিত করতে পারেন। তিনি আপনার প্রয়োজন অনুসারে সবকিছু তিনি আপনার মনে উপস্থিত করেন। আপনি যখন এমন কিছুর দ্বারা পরীক্ষিত হন

যা আপনার করা উচিত নয়, তখন এ কাজ না করার জন্য বাইবেলের কোন পদ মনের মধ্যে ভেসে উঠে, যেন আপনি থেমে যান। (তোমার ঈশ্বর আমাকে দেখেন) অনেক খ্রীষ্টিয়ানের জীবনে প্রলোভনের সময় পবিত্র আত্মা বাইবেল থেকে উপযুক্ত সময়ে একটি পদ এনে দিয়ে তাদের সেই পরীক্ষা থেকে রক্ষা করেছেন।

গীতসংহিতা ১১৯ঃ৯ যুবক কেমন করিয়া নিজ পথ বিশুদ্ধ করিবে? তোমার বাক্যানুসারে সাবধান হইয়াই করিবে।

শাস্ত্রে শিক্ষার মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মা আপনার সঙ্গে কথা বলে থাকেন, এটা হতে পারে, মণ্ডলীর প্রচার, শিক্ষা, রেডিও, বাইবেল ক্লাব, সুসমাচার পুস্তিকা বা

এই প্রকার কোর্সের মধ্য দিয়ে। এইগুলি হচ্ছে সুনির্দিষ্ট উপায় যার মধ্য দিয়ে তিনি আপনাকে সকল সত্যে নিয়ে যেতে চান। স্মরণ করুন যোহন ১৬ঃ১৩।

আপনার করণীয়

২। যোহন ১৬ঃ ১৩ পদ মুখস্থ করুন।

৩। গীতসংহিতা ১১৯ঃ ৯ পদ মুখস্থ করুন।

তিনি মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে পরিচালনা দেন

একটি শিশু কি ভাবে, হাটতে, কথা বলতে, দৌড়াতে, খেলা করতে ও কাজ করতে শিখে? পরিবারের বাবা মা, ভাই-বোন তাকে শিক্ষা দিয়ে থাকে, কি করতে হবে এবং কি ভাবে তা করতে হবে।

যখন আপনি নূতন জন্ম প্রাপ্ত হন, পবিত্র আত্মা তখন আপনাকে ঈশ্বরের পরিবার ও মণ্ডলীর সদস্য করে নেন। তিনি চান যেন খ্রীষ্টেতে ভাই-বোনদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করেন যা তারা আপনাকে দিতে পারেন। কোন স্থানীয় মণ্ডলীতে যখন আপনি স্থান করে নেন, তখন পরিচালনা শিক্ষা ও সাহায্য পেতে পারেন। তবে যিনি বাইবেল বিশ্বাস করেন, তাতে বাধ্য থাকেন, শিক্ষা দেন ও পবিত্র আত্মার কাজকে গ্রহণ করেন এটা তার জন্যই মাত্র প্রযোজ্য।

খ্রীষ্ট মণ্ডলীতে পালক, শিক্ষক ও অন্যান্য নেতাদের দিয়েছেন্। পবিত্র আত্মা তাদের বিশেষ শক্তি ও বরদান দিয়ে থাকেন যেন তারা তাদের কাজ সুন্দর ভাবে করতে পারেন।

ইফিষীয় ৪ঃ১২ পবিত্রগণকে পরিপক্ক করিবার নিমিত্ত করিয়াছেন যেন পরিচর্য্যা কার্য সাধিত হয়, যেন খ্রীষ্টের দেহকে গাঁথিয়া তোলা হয়।

মণ্ডলীর প্রত্যেক সদস্যের পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। মণ্ডলীর সকল নেতা ও সদস্যগণ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলে মণ্ডলী ঐক্যের মাধ্যমে কাজ করতে সমর্থ হয় এবং প্রত্যেক সদস্য ঈশ্বরের পরিকল্পনায় তার দায়িত্ব সক্রিয় ভাবে পালন করতে পারবে।

আপনার করণীয়

৪। আপনার পালক ও নেতাদের জন্য প্রার্থনা করুন যেন তারা সব সময় আত্মায় পূর্ণ থাকেন।

তিনি আত্মিক দানের মাধ্যমে পরিচালনা দেন

সকল খ্রীষ্টিয়ানের জন্য পবিত্র আত্মার আত্মিক দান রয়েছে। তিনি চান যেন আমরা সেগুলি গ্রহণ করি ও একে অন্যকে সাহায্য করি।

১ করিন্থীয় ১২ ঃ ৪, ৭ অনুগ্রহ দান নানা প্রকার কিন্তু আত্মা এক, কিন্তু প্রত্যেক জনকে হিতের জন্য আত্মার আবির্ভাব দত্ত হয়।

আপনি বিশ্বাসের দান, অলৌকিক ক্ষমতার দান, ও আরোগ্য দানের বিষয় পড়েছেন। এখানে আরো কতগুলি দানের কথা বলা হয়েছে।

১ করিন্থীয় ১২ ঃ ৮, ১০ কারণ এক জনকে সেই আত্মা দ্বারা প্রজ্ঞার বাক্য দত্ত হয়, আর একজনকে সেই আত্মানুসারে জ্ঞানের বাক্য .....আর একজনকে ভাববাণী, আর একজনকে আত্মাদিগকে চিনিয়া লইবার শক্তি, আর একজনকে নানা বিধ ভাষা কহিবার শক্তি, আর একজনকে বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করিবার শক্তি দত্ত হয়।

পবিত্র আত্মা আপনার পালক বা আত্মায় পূর্ণ অন্য লোককে জ্ঞানের ও প্রজ্ঞার বাক্য দিতে পারেন যা আপনার প্রয়োজন। অথবা মরি মরি আপনার অন্তরে একটি

চাপের বা অনুভূতির মাধ্যমে এ বাক্য আসতে পারে। নির্দিষ্ট অবস্থার জন্য ঈশ্বরের কি ইচ্ছা তা আপনি বুঝতে পারেন। আবার অনেক সময় বাইবেলের কোন অংশ, প্রকাশ করে যে আপনার সমস্যায় তা কি ভাবে ব্যবহার করবেন। ঈশ্বর আপনাকে নির্দিষ্ট বাক্য যুগিয়ে দেন, অন্যের সাহায্যের জন্য যা আপনার প্রয়োজন।

যখন আপনি প্রভুর কথা অন্যের নিকট তুলে ধরেন বা শিক্ষা দেন তখন আত্মার পরিচালনা একান্ত প্রয়োজন। পিতা-মাতার ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রজ্ঞার বাক্য প্রয়োজন যেন তাদের সন্তানদের সঠিক নির্দেশ দিতে পারেন। পবিত্র আত্মার কাজ দৈনন্দিন বাস্তব জীবনে প্রয়োজনীয় কেবল মাত্র সমস্যার সময়ের জন্য নয়।

ইফিষীয় ১ঃ১৭ পবিত্র আত্মা, যিনি তোমাকে জ্ঞানবান করবেন।

যাত্রা ৩৫ঃ৩১ আর তিনি তাহাকে ঈশ্বরের আত্মায়, জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, বিদ্যায় ও সর্ব প্রকার শিল্প কৌশল পরিপূর্ণ করিলেন।

পবিত্র আত্মা, ভাববাণী ও পরভাষার, অনুবাদের মাধ্যমে মণ্ডলীর কাছে কথা বলে থাকেন। ভাববাণী হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্য যা বক্তার নিজস্ব ভাষায়। এটা হতে পারে ভবিষ্যতে যা ঘটবে বা উপস্থিত শ্রোতাদের জন্য সান্ত্বনা বা উপদেশ বাণী। কোন কোন সময় এই বাণী প্রথমে পর ভাষায় উপস্থিত হয় এবং পরে তার অনুবাদ হয়ে থাকে। এই দুটিই পরস্পর একত্রে ভাববাণী বলার দানের মত।

আত্মার এই দানের বিষয়ে অনেকে ভীত কারণ তারা এ সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্তির কথা শুনেছে। এটা অনেকটা নকল বিলের ভয়ে টাকা গ্রহণে অসম্মতি জানানোর মত অবস্থা। শয়তান সব সময় ঈশ্বরের কাজকে অনুসরণ করে, তাঁর কাজে সন্দেহ এনে দেয়। বাইবেলের যুগে ভ্রান্ত ভাববাদী ছিল, আজও আমরা তা দেখতে পাই। কিন্তু আপনার বন্ধু পবিত্র আত্মা চান না যে আপনি এই নকল দানের ভয়ে এই দান ও কাজকে প্রত্যাখ্যান করেন।

ঈশ্বর চান না যে আপনি শয়তানের কাজ দ্বারা প্রভাবিত হন। এই কারণেই আত্মাকে চিনবার শক্তি প্রয়োজন যা মণ্ডলীকে মন্দ আত্মার কাজ ও ভ্রান্ত লোকদের

মতবাদ থেকে রক্ষা করবে। অনেক সময় মানুষ নিজস্ব ধারণাকে ঈশ্বরের বাক্যের নাম দিয়ে লোকদের ভুল পথে পরিচালিত করে। কেউ কেউ এমন বিভ্রান্তির বাক্য উপস্থিত করে যেমন, কাকে বিয়ে করা উচিত, কোথায় যাওয়া, কি করা উচিত এ বিষয়ে। ঈশ্বর চান যেন আমরা এগুলি পরীক্ষা করতে পারি।

১ থিষলনীকীয় ৫ঃ ১৯-২২ আত্মাকে নির্ব্বান করিও না ভাববাণী তুচ্ছ করিও না, সর্ব্ব বিষয়ের পরীক্ষা কর, যাহা ভাল তাহা ধরিয়া রাখ, সর্ব্ব প্রকার মন্দ বিষয় হইতে দূরে থাক।

পবিত্র আত্মা থেকে আগত বাক্য এই পাঁচটি আদর্শ পূরণ করেঃ

১। ঈশ্বরের বাক্যের সঙ্গে এই বাক্য সম্পূর্ণরূপে একমত ঘোষণা করবে।

উদাহরণ স্বরূপ ঃ একটি বাক্য অপরের স্ত্রীকে গ্রহণ করার কথা বলতে পারে, কিন্তু পবিত্র আত্মা থেকে এটি হতে পারে না। পবিত্র আত্মা আমাদের ঈশ্বরের বাধ্য হতে সাহায্য করে, কিন্তু এমন কিছু বলতে পারেন না যা ঈশ্বর অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন। ঈশ্বরের বাক্যের সঙ্গে ঐক্যমত কোন বাক্যকে পরীক্ষা করার গুরুত্বপূর্ণ উপায়। প্রত্যেক বিষয় তাঁর বাক্যের মাধ্যমে পরিমাপ করতে হবে।

২। বাক্যকে সত্য হতে হবে।

বাক্যে যা বলা হয়েছে, তা যদি সত্য না হয় তাহলে বুঝতে হবে এটি পবিত্র আত্মা থেকে হয়নি কারণ তিনি সত্যের আত্মা। প্রভু থেকে যে ভবিষ্যদ্বাণী হয়ে থাকে তা অবশ্যই পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

যিরমিয় ২৮ঃ৯ সেই ভাববাদীর বাক্য সফল হইলে জানা যায় যে, সদাপ্রভু সত্যই সেই ভাববাদীকে প্রেরণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ঃ২১-২২ আর তুমি যদি মনে মনে বল সদাপ্রভু যে বাক্য বলেন নাই তাহা আমরা কি প্রকারে জানিব? [তবে শুন] কোন ভাববাদী সদাপ্রভুর নামে কথা কহিলে যদি সেই বাক্য পরে সিদ্ধ না হয় ও তাহার ফল উপস্থিত না হয় তবে সেই বাক্য সদাপ্রভু বলেন না, এ ভাববাদী দুঃসাহস পূর্বক তাহা বলিয়াছে, তুমি তাহা হইতে উদ্বিগ্ন হইও না।

যোহন ১৬ঃ১৩ পরন্ত তিনি সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন।

৩। এই বাক্য খ্রীষ্টকে গৌরবান্বিত করবে। ঈশ্বরের আত্মা ও খ্রীষ্টের আত্মা উভয়ই পিতা ও পুত্রকে গৌরব প্রদান করে।

যোহন ১৬ঃ১৪ তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন।

১ করিন্থীয় ১২ঃ৩ ঈশ্বরের আত্মায় কথা কহিলে, কেহ বলে না "যীশু শাপগ্রস্থ।"

৪। এই বাক্য আশীর্বাদ বয়ে আনবে কিন্তু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে না।

১ করিন্থীয় ১৪ঃ৩-৪, ২৬ কিন্তু যে ব্যক্তি ভাববাণী বলে সে মনুষ্যের কাছে গাঁথিয়া তুলিবার এবং আশ্বাস ও সান্ত্বনার কথা কহে। যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলে সে আপনাকে গাঁথিয়া তুলে কিন্তু যে ভাববাণী বলে, সে মণ্ডলীকে গাঁথিয়া তুলে। সকলই গাঁথিয়া তুলিবার নিমিত্ত হউক।

৫। যিনি বাক্য দেন, সেই বাক্য অবশ্য স্বজ্ঞান ও শৃংখলার সঙ্গে হতে হবে।

শয়তান পবিত্র আত্মার কাজ অনুকরণ করে। আত্মাবাদে এই কথা বলে। যখন অন্য আত্মা কোন লোককে নিয়ন্ত্রণ করে, তখন সে সম্মোহিত হয়, সে যা করে তা স্বজ্ঞানে করে না। কিন্তু পবিত্র আত্মা যখন কোন বাক্য

দেন, তা স্বজ্ঞানে ও তার সহযোগিতায় হয়ে থাকে। পবিত্র আত্মা যখন কোন বাণী দেন তখন তা বক্তার সজ্ঞানতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে দেন। বক্তার সেখানে স্বাধীনতা থাকে যে কখন তাকেই বাণী বলতে হবে বা কখন নীরব থাকতে হবে যেন পালক বা অন্যের পরিচর্যায় কোন ব্যাঘাত না ঘটে। ১ করিন্থীয় ১৪ অধ্যায়ে এই শিক্ষাটি পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরেছেন যে পালকের উচিত যেন পবিত্র আত্মার দানগুলি ব্যবহার করতে সকলকে উৎসাহিত করেন। সেই সঙ্গে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য করতে হবে যেন তা শৃংখলার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়, কোন বিভ্রান্তির সৃষ্টি না ঘটে। মণ্ডলীতে যে সকল লোক পবিত্র আত্মার দান পেয়েছেন, তারা অবশ্য পালকের নেতৃত্ব মেনে নেবেন এবং পালক তাদের যে পরামর্শ ও উপদেশ দিবেন তা গ্রহণে বিরক্তি প্রকাশ করবে না।

১ করিন্থীয় ১৪ ঃ ৩২-৩৩, ৪০ আর ভাববাদী-দের আত্মা ভাববাদীদের বশে আছে। কেননা ঈশ্বর গোলযোগের ঈশ্বর নহেন কিন্তু শান্তির। কিন্তু সকলই শিষ্ঠ ও সুনিয়মিত রূপে করা হউক।

আপনার করণীয়

৫। ১ থিষলনীকীয় ৫ঃ১৯-২২ পদ মুখস্থ করুন।

৬। পাঁচটি ধাপ বা নীতিমালা মুখস্থ করুন যার মাধ্যমে আপনি বিচার করতে পারেন যে কোন বাক্য ঈশ্বর থেকে আগত।

তিনি দর্শন ও স্বপ্নের মাধ্যমে পরিচালনা দেন

আপনি বাইবেলে পড়েছেন, ঈশ্বর কি ভাবে স্বপ্ন ও দর্শনের মাধ্যমে লোকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। বর্তমানেও আত্মা সে ভাবে কথা বলে থাকেন। যোয়েল ভাববাদী যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা আজও ঘটছে।

প্রেরিত ২ঃ১৭ আর তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাইবে, আর প্রাচীনেরা স্বপ্ন দেখিবে।

মিঃ বি, টি, বাউ নামক একজন খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারক ১৯৪০ সালে পিকিং শহরে পবিত্র আত্মার বিশেষ বর্ষণের সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের মধ্যে অনুতাপ, পাপ স্বীকার, নানা ভাষা, নানা ভাষার ব্যাখ্যা, ভাববাণী, আত্মিক তাৎপর্যপূর্ণ স্বপ্ন, যীশু খ্রীষ্টের ও স্বর্গের দর্শন, আরোগ্যলাভ ও সর্বোপরি প্রার্থনার, বিনতির ও আরাধনার আত্মা সর্বত্রই বিরাজ করছিল। কাও-চু-জু সত্যি সত্যিই ঈশ্বরের সান্নিধ্য ও তাঁর আশীর্বাদ আকাংখা করত, কিন্তু সে চায়নি কেউ এসে তার মাথায় হাত রেখে প্রার্থনা করুক, বা এমন কিছু ঘটুক যাতে লোকের কৌতুহলী দৃষ্টি তার দিকে আকর্ষিত হয়। প্রার্থনা করতে করতে সে যীশুর দর্শন পেল। সে দেখল, যীশু ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে আসছেন ও তার মাথায় প্রেকবিদ্ধ হাত দুটি রাখছেন মুহূর্তে কাও-চু-জু পবিত্র আত্মার শক্তিতে অভিভূত হয়ে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ল ও অনর্গল ভাবে অপর ভাষায় কথা বলতে লাগল।"

স্বপ্ন যেগুলি ঈশ্বরের তরফ থেকে, সেগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট ও (যিনি দেখেন তার কাছে) খুবই গুরুত্বপূর্ণ বা অর্থবহ বলে মনে হয়। অনেকে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে পাপ ত্যাগ করবার ও যীশুকে ত্রাণকর্তারূপে গ্রহণ করবার

নির্দেশ পেয়েছেন। স্বপ্নের মধ্য দিয়ে আপনি অনেক সাহায্য, আশ্বাস ও সান্ত্বনা পেতে পারেন। কোন কোন লোক স্বপ্নের মধ্য দিয়ে আর একজনের জন্য প্রার্থনা করতে বা কোন একটি বিষয় নিয়ে সতর্ক হতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

সকল স্বপ্নই ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ নয়। আপনি যখন ঘুমান তখন আপনার অবচেতন মন কাজ করতে থাকে এবং চিন্তাকে স্বপ্নে রূপ দিয়ে থাকে। আপনি এ স্বপ্নকে আপনার কাজে ব্যবহার করতে পারেন। আপনি স্বপ্নে যাদের দেখেন তাদের জন্য প্রার্থনা করে স্বপ্নকে কাজে লাগাতে পারেন।

আপনার করণীয়

৭। আপনি যদি স্বপ্ন দেখেন, তাহলে ঘুমাতে যাবার পূর্বে প্রভুকে বলুন, আপনি স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁর আরো ঘনিষ্ঠ হতে চান। যখন আপনি ঘুম থেকে উঠেন, যার বিষয় স্বপ্নে দেখেছেন, তার জন্য প্রার্থনা করুন।

তিনি বিভিন্ন ঘটনাবলী ও অনুভূতির মাধ্যমে পরিচালনা দেন

কোন একজন খ্রীষ্টিয়ান বাসে যাবার পরিকল্পনা করেছিলেন কিন্তু তিনি বাসটি ধরতে পারলেন না। চার ঘন্টা পরে তিনি অপর একটি বাসে উঠলেন এবং এমন একজন মহিলার পাশে বসলেন যার জীবনে ঈশ্বরকে প্রয়োজন ছিল। তিনি তাকে প্রভুর নিকট আনলেন পবিত্র আত্মা তাকে এই ঘটনার মধ্য দিয়ে পরিচালনা দিয়েছিলেন।

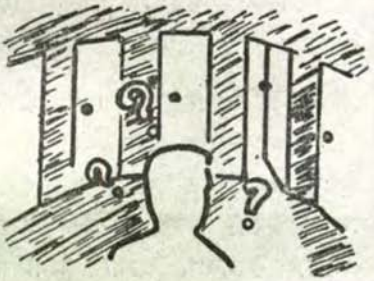

আপনি কি মনে করেন সুযোগের দ্বার আপনার সম্মুখে বন্ধ হয়ে আছে। চারি দিকে তাকিয়ে দেখুন, আত্মা আপনার জন্য সুন্দর সুযোগ করে দিতে পারেন। প্রাথমিক যুগের খ্রীষ্টিয়ানদের কথা চিন্তা করুন যারা জীবনের ভয়ে যিরূশালেম থেকে অন্য স্থানে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু যেখানে তারা গিয়েছিলেন, সেখানেই সুসমাচার প্রচার করেছিলেন, অনেক আত্মা পরিত্রাণ পেয়েছিল। পৌল যখন বন্দি হয়েছিলেন, তার পক্ষে

বাইরে গিয়ে প্রচার কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু সেখান থেকে মণ্ডলীর জন্য সাহায্যকারী পত্রগুলি তিনি লিখেছিলেন।

আপনার চারি পাশের অবস্থা কি ভয়াবহ? হতে পারে ঈশ্বর তাদের পাশে আপনাকে রেখেছেন যেন তাদের জন্য কিছু করতে পারেন। তাদের জন্য যা করতে পারেন, পবিত্র আত্মাকে বলুন যেন তিনি আপনাকে সাহায্য করেন তা করতে। আপনার দৃষ্টি খোলা রাখুন এবং সামনে এগিয়ে যান অবস্থার উন্নতির জন্য। আপনি ঈশ্বরের প্রদীপ, অন্ধকারের জন্য কোন অভিযোগ করবেন না, যেখানে আছেন, সেখানে থেকেই আলো দিন।

পবিত্র আত্মা অনেক সময় আপনার অনুভূতির মধ্য দিয়ে আপনকে তাঁর ইচ্ছা বুঝতে সাহায্য করবেন। অবশ্য এজন্য আপনাকে তাঁর উপর নির্ভর রাখতে হবে। কোন একটি কাজ করতে গিয়ে আপনি গভীর শান্তি অনুভব করবেন, আবার অন্য কাজ করতে গিয়ে হয়ত অস্বস্তি অনুভব করবেন।

কোন একজন বিশিষ্ট খ্রীষ্টিয়ান ব্যবসায়ী কোথাও যাবেন বলে একবার প্লেনের টিকিট কাটেন। কিন্তু যাবার বিষয় যতই চিন্তা করছিলেন ততই তার অস্বস্তি লাগছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি ঐ প্লেনে না গিয়ে অন্য প্লেনে যাওয়া স্থির

করলেন। পরে জানা গেল যে প্লেনটি একটি দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে ও সমস্ত যাত্রী মারা পড়েছে। পবিত্র আত্মা এইভাবে তার জীবন রক্ষা করলেন।

হিতোপদেশ ১৬ঃ৯ মনুষ্যের মন আপন পথের বিষয় সঙ্কল্প করে কিন্তু সদাপ্রভু তাহার পাদবিক্ষেপ স্থির করেন।

একজন পালক (মণ্ডলীর পুরোহিত) অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে কোথাও যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তার মনে হল, কে যেন তাকে বলছে, "পাশের ঐ ঘরটিতে যাও ও দরজার কড়া নাড়।" পালক সাহেব প্রথমে মনে করলেন ওটা তার মনের খেয়াল মাত্র, এভাবে বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু না, কিছুতেই এড়ান গেল না ; চিন্তাটি আরও প্রবল হয়ে মনে ধাক্কা দিতে লাগল। পালক সাহেব বাধ্য হয়ে রাস্তা থেকে নেমে ঐ পাশের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়তেই সেখানে তিনি এমন একজন লোকের দেখা পেলেন যাকে ঐ সময় সাহায্য করবার প্রয়োজন ছিল।

হঠাৎ একজন খ্রীষ্টিয়ান তার এক বন্ধুর বাড়ী যাবার জন্য বিশেষ তাগিদ অনুভব করলেন। তিনি যখন বন্ধুর বাড়ী গিয়ে পৌঁছালেন দেখতে পেলেন, বন্ধুটি আত্মহত্যার জন্য

প্রস্তুত হচ্ছে। তাকে এই ভয়ঙ্কর কাজ থেকে বিরত হতে খ্রীষ্টের চরণে আত্ম সমর্পণ করতে তিনি সাহায্য করলেন।

একজন লোক তার পালককে একঝুড়ি খাবার দিয়ে বল্লেন, "প্রভু আমাকে আপনার জন্য এগুলি আনতে বলেছেন।" পালক ও তার স্ত্রী তাদের প্রয়োজন মিটাবার জন্য প্রার্থনা করে বলছিলেন কারণ তাদের খাবার বা কোন টাকা পয়সা ছিল না।

আপনার জীবন নানা আশ্চর্য ও অপরূপ অভিজ্ঞতায় ভরে উঠবে, যদি আপনি পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হন ও তাকে আপনার জীবন পরিচালনার ভার দেন। তিনি আপনার জীবন স্বার্থক ও সুন্দর করে তুলবেন। আপনি অন্যের জীবনেও আশীর্বাদ স্বরূপ হবেন।

আপনার করণীয়

৮। আপনি কি পবিত্র আত্মাকে বলতে চান, আপনার কি করতে হবে.....

এই সপ্তাহের প্রত্যেক দিন সকালে তাকে বলুন যেন তিনি আপনাকে এমন লোকের নিকট পাঠান যাকে আপনি সাহায্য করতে পারেন। তাঁর উপর প্রত্যাশা রাখুন এবং তাঁর বাধ্য হন।